যুগান্তর

তারিখ ...22 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৫...

একই কক্ষে তিন শ্রেণীর পাঠদান

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার গওদুলা এমএইচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটি কয়েক বছর আগে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে একটি ছোট্ট টিনের ঘরে গাদাগাদি করে চলছে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান। ফলে একই কক্ষে তিনটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ের জন্য আলাদা কোনো কক্ষ না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি খাদ্য সহায়তার আওতায় দেয়া বিস্কুটের কার্টন রাখা হয় বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত ভিন্ন দুটি বাড়িতে। সরেজমিনে দেখা গেছে, শিশু শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় ৯০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছে টিনের ঘরটিতে। তবে পুরো ঘরটিতে একটিই কক্ষ। আর সেখানেই সামান্য ফাঁকা রেখে আলাদাভাবে বসানো হয়েছে ওই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের। ওই ঘরের পাশেই পুরনো একতলা জরাজীর্ণ ভবন। এটির ছাদের পলেস্তার খসে পড়েছে। পিলারগুলোর পলেস্তার খসে বেড়িয়ে আছে লোহার রডের কাঠামো। পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা এ একতলা ভবনটির একটি কক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বসে থাকতে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বেনজির সুলতানা জানান, ১৯৭৫ সালে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ১৯৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। আর শিক্ষক রয়েছেন দুই জন। ১৯৯৩-১৯৯৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতরের অর্থায়নে এখানে পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট একতলা একটি ভবন নির্মিত হয়। এরপর ভবনটির আর কোনো সংস্কার না করায় এটি কয়েক বছর ধরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য একটি টিনের ঘর তৈরি করে দেয়। সেটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা না থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠদানে সমস্যা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী লামিয়া জানায়, টিনের তৈরি ছোট্ট ঘরটিতে দুপুরে ক্লাস করতে তাদের অনেক কষ্ট হয়। রোদের তাপে শিক্ষার্থীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আনোয়ার মাতুব্বর ও নিয়াজ আকন জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সংকটের বিষয় নিয়ে গত ৩ জুন বিদ্যালয় চত্বরে অভিভাবকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা এ সংকট নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সম্মিলিতভাবে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে রাঙ্গাবালী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) গোলাম সগীর জানান, 'ওই বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংকট রয়েছে। এ বিষয়ে একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি।